দৈবযোগে পৃথিবী আছিল ঋতুমতী
ঋষির বীর্য্য পড়িল যদি গর্ব্ভ হইল তথি।
ডিম্বরূপেতে পৃথিবী গর্ব্ভ ধরে।
ভাসিয়া উঠিল ডিম্ব লাঙ্গলশিরালে।
ডিম্ব ভাঙ্গিয়া জনক করিল ধ্যান২
কন্যা রত্ন দেখি তাহে লক্ষ্মীর সমান।
ওঁউা চুঁউা করি কাঁদে ছাঁচা কন্যাখানি
আচম্বিতে আকাশে হইল দৈববাণী।
চাসভূমি হৈতে এই কন্যার জনম
তোমার কন্যা বটে এই করহ পালন।
শুনিয়া জনক বড় হরিষ অন্তরে
কন্যা কোলে করিয়া জনক আইল ঘরে।
সুধাইতে লাগিল যে জনকের রানী
কাহারে দুঃখ দিয়া আনিলা কন্যাখানি।
জনক বলে চাসভূমে কন্যার জনম
আমার কন্যা বটে তুমি করহ পালন।
অপত্য নাহিক স্নেহ বাড়িল বিস্তরে
দিনে দিনে বাড়েন লক্ষ্মী জনকের ঘরে।

কেশ গজিল যেন হাতিয়ে চামর
ওষ্ঠ অধর যেন পাকা বিম্বফল।
মুষ্টিতে ধরিতে পারি সরুয়া কাঁকালি
হিঙ্গুলে মণ্ডিত পাদপদ্মের অঙ্গুলী।
পরম সুন্দরী হৈল যেন হেমলতা
শিরালে হইল জন্ম নাম থুইল সীতা।
লক্ষ্মীর রূপের কিবা কহিব তুলন
যার রূপে ভুলিবেন আপনি নারায়ন।
যেই জন শুনে এই লক্ষ্মীর জনম
ধন পুত্র লক্ষ্মী তারে দেন নারায়ন ।
কীর্ত্তিবাস পণ্ডিতের কবিত্ব বিচক্ষন
আদি কাণ্ড গাইল লক্ষ্মীর জনম।

মিথিলায় হৈল যদি লক্ষ্মীর জনম
অযোধ্যায় জন্ম নিতে যান নারায়ন।
দশরথ যজ্ঞ করে এক বৎসর
যজ্ঞশালে আসি দেখা দিলে গদাধর।

শঙ্খ চক্র গদা পদ্ম চতুর্ভুজ কলা
কিরীটি কুণ্ডল কর্ণে হৃদে বনমালা।
এই রূপে দেখা আসি দিল নারায়ণ
কেবল দেখিল ঋষ্যশৃঙ্গ তপোধন।
মুনি বলে দশরথ তুমি পুণ্যবান
তোমার ঘরে জন্মিতে আইল ভগবান।
হেন কালে আকাশবাণী হইল চমৎকার
বিষ্ণু জন্মিল রাবণে করিতে সংহার।
ঋষ্যশৃঙ্গ মুনি দিল যজ্ঞেতে আহুতি
যজ্ঞ হৈতে ওঠে চরু বিষ্ণুর আকৃতি।
বিষ্ণুমন্ত্রে ঋষ্যশৃঙ্গ তাতে দিল কাটি
তাতে ফেলে দিল আম্রবের ফল গুটি।
সেই ফলে নারায়ণ করিল প্রবেশ
চরুতে মিশ্রিত হন প্রভু জগদীশ।
তুলিলেক চরু মুনি সুবর্ণের থালে
দশরথের হাতে মুনি দিল শুভ কালে।
জ্যেষ্ঠ নারীকে নিয়ে করাহ ভক্ষণ
এই চরু হৈতে হবে তোমার নন্দন।

মুনি চরু হাতে দিল রাজা বন্দে মাতে
অন্তঃপুরে গেল রাজা পবিত্রের পথে।
কৌশল্যা কেকয়ী বসিয়া দুই রানী
এক ভাগ ছিল চরু কৈল দুই খানি।
অগ্র ভাগ দিল রাজা কৌশল্যার তরে
শেষ ভাগখানি দিল কেকয়ী দেবীরে।
চরু দিয়া যজ্ঞশালে গেল দশরথে
হেন কালে সুমিত্রা আইল কান্দিতে২।
উদ্ধশ্বাসে আসি রানী ছাড়িল নিশ্বাস
কোন দ্রব্য খাইতে রাজা না কৈল আশ্বাস
দৌভাগ্যা নারী আমার ব্যর্থ জীবন
আমারে বঞ্চিয়া খাইয়া কত পাবে ধন।
শুনিয়া কৌশল্যার দয়া জন্মিল অন্তরে
বলিতে লাগিল রানী সুমিত্রার তরে।
পূর্বমূর্তিতে আছি যেন তিনটি ভগিনী
আপন ভাগের তোমায় দিব অর্দ্ধখানি।
ইহ তে তোমার যদি জন্মেত নন্দন
আমার পুত্রের সঙ্গে বরকে সেই জন।

সুমিত্রা বলেন দিদি এই দেহ বর
পুত্রে করি দিব তোমার পুত্রের নফর।
অগ্র ভাগ রাখিলেন আপনার তরে
শেষ ভাগখানি দিল সুমিত্রা দেবীরে।
হিংসিকা কেকয়ী তাহা বসে দেখে ঘরে
মায়া করি ডাকে সেই সুমিত্রার তরে।
আপন ভাগ তোমার তরে দিব অর্দ্ধখানি
আমার সত্য এই দেবী পালন কর তুমি।
আমার চরুর অংশে হয় যে নন্দন
আমার পুত্রের সঙ্গী কর সেই জন।
সুমিত্রা বলেন বলি এই হইল বর
তোমার পুত্রের আমি করিব কিঙ্কর।
এই বলি শেষ ভাগ দিলেন তাহারে
তিন জনাতে চরু খাইল এক কালে।
এক অংশ নারয়ান চারি অংশ হৈয়া
তিন রানীর গর্ব্ভে জন্ম শুভ ক্ষন পাইয়া।

হেথা যজ্ঞ সাঙ্গ করি রাজা দশরথে
ব্রাহ্মনের তরে ধন লাগিল বিলাতে।
ব্রাহ্মনেরে তুষ্ট কৈল দিয়া নানা ধন
সভে আশীর্ব্বাদ কৈল হও পুত্রবান।
বিদায় হইয়া মুনি নিজ দেশে যায়
আদি কাণ্ড গান রাজার অশ্বমেধ সায়।

হেথা তিন রাণী চরু করিল ভক্ষন
কোটি সূর্য্য জিনি হৈল তিনের বরন।
বৃদ্ধা হৈয়া ছিলেন পাকা মাতার কেশ
চরুর ভক্ষনে হৈল প্রথম বয়স।
বিধাতা সকল মায়া করিয়া ঘটন
এক কালে ঋতুমতী হৈল তিন জন।
দশরথ জানিলেক এ সকল সন্দর্ভ
ঋতুর লক্ষন হৈল তিনের হৈল গর্ব্ভ।
এই মত গর্ব্ভ তার বাড়ে দিনে২
দুই মাস গর্ব্ভ তথা হৈল তিন জনে।

চারি মাস গর্ব্ভেতে প্রতীত হৈল মন
পঞ্চ মাস গর্ব্ভেতে শুনিল ত্রিভুবন।
প্রথম গর্ব্ভের কথা কহিতে লজ্জা বাসি
মুখ চন্দ্র হৈল যেন প্রভাতের শশী।
কালিয়া কুচের মুখে ওদর চিকন
মৃত্তিকার ভক্ষনেতে সদাই যায় মন।
ঘন ঘন হাঁই ওঠে অলস নয়ন
পাণ্ডর বর্ন অঙ্গ খসিল অভরন।
কৃষ্ণ বর্ন হৈয়া এল দুই স্তনের বোঁটে
গায়েতে না রহে বস্ত্র নিত্য বন্ধ টুটে।
এই মতে হৈয়া গেল গর্ব্ভের বর্দ্ধন
নয় মাস গর্ব্ভবতী হইল তিন জন।
দেখি দশরথ রাজা আনন্দিত মন
পঞ্চ গব্য দিয়া কৈল গর্ব্ভের শোধন।
পূর্ব্ব জন্মের তপস্যার ফলের কারন
কৌশল্যারে দেখা দেন প্রভু নারায়ন।
এক দিন কৌশল্যা যে শুয়িয়া স্বপনে
চর্তুভুজ রূপে দেখা দিল নারায়নে।

শঙ্খ চক্র গদা পদ্ম শারঙ্গ ধারী
এই রূপে দেখা দিল ঠাকুর শ্রীহরি ।
পুত্রভাবে কোলেতে লইল নারায়ন
মা বলিয়ে কৌশল্যারে ডাকিল তখন ।
পুর্ব্বেতে আমার সেবা করেছ বিস্তরে
সেই পুন্যে জন্মিলাম তোমার উদরে ।
আপনি তোমার গর্ব্ভে লৈয়াছি জনম
পুত্র বলি স্তন দিয়া করহ পালন ।
এত বলি অদর্শন হৈল নারায়নে
কৌশল্যা বলেন কিবা দেখিনু স্বপনে ।
কহিল সকল কথা রাজা দশরথে
মা বলিয়া আমাকে ডাকিল জগন্নাথে ।
শুনি দশরথ রাজা হরষিত মন
হেন বুঝি সত্য হবে অন্ধকবচন ।
ব্রাহ্মনের তরে দান করিল সুবর্ন
এই রূপে দশ মাস গর্ব্ভ হৈল পুর্ন ।
অদ্য প্রসুতা নারী হইল তখন
তাহা দেখি দশরথ আনন্দিত মনে ।

এখন তখন নারী হইবে প্রসব
এই রব গান করে নগরবাসী সব।
যেই দিন ভুমিষ্ঠ হইবে নারায়ন
আকাশ যুড়িয়েত বসিল দেবগন।
শুভ গ্রহ যত সব বসিল স্থানেং
দশ দিগ মঙ্গল সকল তারাগনে।
কৌশল্যার হইল আগে গর্ব্ভবেদন
অন্তঃপুরে প্রবেশ করিল নারীগন।
মধু চৈত্র মাস শুক্লা শ্রীরামনবমী
শুভ ক্ষনে ভুমিষ্ঠ হইল চক্রপানি।
গর্ব্ভবেদনা নাহি নাহিক শোনিত
শুভ ক্ষনে নারায়ন হইল ভুমিত।
অন্ধকার ঘুচে যেন জ্বালিলেক বাতি
কোটি সূর্য্য জিনি হৈল দেহের মুরতি।
শ্যাম শরীর প্রভুর চাঁচর কুন্তল
চন্দ্র জিনিয়া মুখ করে ঝলমল।

আজানু লম্বিত দীর্ঘল ভুজ দুটা
কমল পুষ্প জিনি চক্ষু রক্ত বর্ন জটা ।
সিন্দুরে মণ্ডিত রাঙ্গা কুণ্ডল সুন্দর
কমল জিনিয়া প্রভুর নাভিত গভীর ।
সংসারে কণ যে লৈয়া আইল জগন্নাথ
কিবেবা তুলনা দিব কাহে দিব হাত ।
জয় ২ হুলাহুলি দিল নারীগণ
কমল নাভি প্রভুর করিল ছেদন ।
কৌশল্যার দাসী সেই শুভবার্ত্তা নায়ে
দেয়ান ঘরে বার্ত্তা দিল অজের নন্দনে ।
শুনি দশরথ রাজা আপনা পাসরে
অষ্ট অভরন রাজা দিলেন দাসীরে ।
পরম আনন্দে রাজা পাসরে আপনা
ব্রাহ্মনেরে দান দিল শত যোন সোনা ।
আনন্দসাগরে রাজা ভাসে সেই ঠাঁই
পুন রপি দিল দান এক শত গাই ।
গনক আনিয়া রাজা কৈল শুভ ক্ষন
পুত্রমুখ দেখিতে যে দশরথ যান ।

ইন্দ্র যেন চলিলেন শচীর মন্দিরে
চন্দ্র যেন আসিয়াছে রোহিনীর ঘরে ॥
বসিয়াছেন কৌশল্যা নারায়ন কোলে
পুত্র দেখিতে দশরথ গেল হেন কালে ॥
ফিরে২ দশরথ পুত্র নিল বুকে
এক লক্ষ চুম্ব তার দিল চাঁদ মুখে ॥
পুত্রের হিয়া আপন হিয়া করি এক বুক
আজি সে দিবস হৈল দেখি চাঁদ মুখ ॥
শুভ দিন হৈল আজি পোহাল রজনী
তোর মুখ দেখিয়া আমি আজি ধন্যমানী ॥
এত বলি দশরথ মনেতে উল্লাশ
রামের জন্ম রচিল পণ্ডিত কীর্ত্তিবাস ॥

এক অংশে জন্ম যে লইল নারায়ন
শুনিয়া কেকয়ীর বড় দুঃখ হৈল মন ॥
আজি হইতে কৌশল্যা বাড়িল সোয়াগে
আমার পুত্র কেন বিধি নাহি দিল আগে ॥

জ্যেষ্ঠ পুত্র রাজা হয় সকল শাস্ত্রে জানি
আমার পুত্র বিধি আগে দিল নাহি কেনি।
বলিতেং হৈল গর্ব্ভের বেদন
কেকয়ী বলে কুজী মোর গা করে কেমন।
মায়ের গর্ব্ভে ছিল প্রভু করি পদ্মাসন
শুভ ক্ষনে ভূমিষ্ঠ হইল নারায়ন।
কৌশল্যা রানীর পুত্র যেমন রূপ ধীরে
সেই নাক সেই মুখ কিছু নাহি লড়ে।
কুজী গিয়া বার্ত্তা দিল দশরথের তরে
পুত্র হইল তোমার কেকয়ীর উদরে।
শুনি দশরথ রাজা আপনা পাসরে
পুত্রমুখ দেখে গিয়া কেকয়ীর ঘরে।
পুত্রমুখ দেখি রাজা পরম পীরিতি
ধন বিলাইতে রাজা দিল অনুমতি।
সুমিত্রার হৈয়া গেল গর্ব্ভের বেদন
যমক দুই পুত্র রানী প্রসবে তখন।
গৌর বর্ন হইল দোঁহে বিষ্ণু অবতার
সুমিত্রা প্রসব হৈল যমক কুমার।

যমক দুই পুত্র যখন প্রসবে সুন্দরী
জয় জয় হুলাহুলি দিল সব নারী।
দাসী গিয়া বার্ত্তা কহে দশরথের তরে
আর দুই পুত্র হইল সুমিত্রার উদরে।
শুনি দশরথ রাজার আনন্দ অপার
ব্রাহ্মনেরে লুটাইল সকল ভাণ্ডার।
চলিলেন দশরথ পরম কৌতুক
তিন নারীর ঘরে দেখে চারি পুত্রমুখ।
দণ্ড তিন বেলা হৈল গনকের মেলা
খড়িতে গনিয়া চাহে শুভ ক্ষন বেলা।
সুর্য্যবংশের রাজার সব আছে পাঁজি পুথি
সভারে হইতে পুত্র রাজচক্রবর্ত্তী।
ইহার কোষ্ঠীর কিবা করিব গনন
এমন লক্ষনে বুঝি প্রভু নারায়ন।
যে জন শুনে প্রভু রামের জনম
ধীন পুত্র লক্ষ্মী তারে দেন নারায়ন।
অযোধ্যায় হইল আনন্দ কোলাহল
বৈশ্য ক্ষেত্রি শূদ্র জাতি দেয় জয় মঙ্গল।

গন্ধে তুষিল রাজা দিয়া নানা বিন
আদি কাণ্ড গাইল কীর্ত্তিবাস বিচক্ষন ।

রামের জনম শুনি   নাচেন সকল মুনি
দণ্ড কমণ্ডলু সভার হাতে
স্বর্গে নাচে দেবগন   আর যত মুনি জন
হরিষে নাচিছে দশরথে ।
দেবজানির সঙ্গতি   নাচিছেন প্রজাপতি
শচী সঙ্গে নাচে শচীপতি
স্থাবর আর জঙ্গম   তারা আদি নাচেন
উল্লাশিত নাচে বসুমতী ।
দিব্য অভরন   পরিধত্ত নারীগন
চলি যায় অনেক সুন্দরী
চলি যায় রাজপথে   দেখিবারে রঘুনাথে
সমুখে নাচিছে বিদ্যাধরী ।
রত্নের প্রদীপ জ্বলে   ঘরের যে ভিতরে
রানী কৌশল্যা হৈল পুত্রবতী

অন্তরীক্ষেতে থাকি দেবগীন মুনি দেখি
জয় জয় করে রঘুপতি।
জন্মিল নারায়ন বধিতে যে রাবন
দেবের করিতে অব্যাহতি
যেই জন ইহা শুনে বর দেন নারায়নে
এই অদ্ভুত মধুর ভারথী।
জন্মিল জগন্নাথে রাবন যে বধিতে
দেবের করিতে পরিত্রান
রচিল যে কীর্ত্তিবাস মনের অভিলাষ
বন্দিয়াত বাল্মীকি পুরান।

অযোধ্যাতে জন্ম যদি নিল নারায়ন
লঙ্কায় অমঙ্গল দেখে লঙ্কার রাবন।
আচম্বিতে রাবনের সিংহাসন দোলে
দশ মুকুট খসে তার পড়ে ভুমি তলে।
দশ মুখে হায়২ করে দশানন
আচম্বিতে মুকুট খসিল কিকারন।

কোথায় গেল ইন্দ্রজিত আন গণ্ডি বান
পৃথিবী বাসুকি কাটি করিব খানং ।
হেন কালে কহেন ধার্ম্মিক বিভীষন
এত কালেহইল তোমার শত্রুর জনম ।
পৃথিবীরে ক্রোধ তাহে কর কিকারন
তোমারে বধিতে জন্ম নিল নারায়ন ।
আর কার অপরাধ নাহি দশানন
বাসুকি কাটিতে এবে কহ কিকারন ।
এই কালে আকাশে হইল দৈববানী
দশরথের ঘরেতে জন্মিল চক্রপানি ।
শুনিয়া চিন্তিত বড় রাজা দশানন
ডাক দিয়া আনাইল সুক আর সারন ।
একেং দেখে আইস পৃথিবী ভুবনে,
আমার শত্রুর জন্ম হৈল কোন খানে ।
এই বেলা মারিব তারে অতি শিশুকালে
প্রবল হইলে সেই বেড়িবে জঞ্জালে ।
রাবনের আজ্ঞা চর বান্ধিলেক মাতে
সমুদ্রের পার হইয়া লাগিল ভাবিতে ।

পরম বৈষ্ণব দুত সুক আর সারন
ইন্দ্র দেবের দ্বারি তারা জানে ত্রিভুবন ।
সুক বলেন শুন মোর ভাইরে সারন
যে বুঝি অযোধ্যায় জন্মিল নারায়ন ।
আজি শুভ দিন হৈল আমা দোঁহাকার
ভাগ্য হওক দেখি গিয়া চরন তাঁহার ।
এত বলি অযোধ্যায় দিল দরশন
দেখিল অযোধ্যা যেন বৈকুণ্ঠ ভুবন ।
রত্নপ্রদীপ জ্বলে প্রতি ঘরে ঘরে
যেন হরিদ্রায় পথে চলিতে না পারে ।
অলক্ষিতে সাণ্ডাইল কৌশল্যার ঘরে
বসেছেন কৌশল্যা দেবী নারায়ন কোলে ।
অন্তঃকরনে থাকে যার যে বাসনা
সেই রূপে প্রভুরে দেখিল সেই জনা ।
পরম বৈষ্ণব তারা ভাই দুই জন
চতুর্ভুজ রূপে দেখা দিল নারায়ন ।

শঙ্খ চক্র গদা পদ্ম চতুর্ভুজ কলা
কিরীটি কুণ্ডল কানে হৃদে বনমালা।
কত কোটি ব্রহ্মা তারে করিছে স্তবন
প্রভুর শরীরে দেখে এ তিন ভুবন।
প্রসঙ্গেতে দেখিল যে সকল পারিষদ
সনক সনাতন আদি প্রহ্লাদ নারদ।
এই রূপে দুই ভাই প্রভুরে দেখিয়া
সহস্র প্রনাম করে ধূলায় লোটাইয়া।
ভক্তিভাবে করেন অনেক দণ্ডবত
স্তবন করিছে তারা করি যোড়হাত।
রাক্ষসের জাতি মোরা বড়ই অধীন
তোমার মহিমা প্রভু জানে কোন জন।
যে পদ ব্রহ্মাদি দেব না পায় ধেয়ানে
হেন পাদপদ্ম প্রভুর দেখিনু নয়নে।
এই নিবেদন করি শুন মহাশয়
তোমার পাদপদ্মে যেন মোর মন রয়।
কৃপার সাগর প্রভু তুমি গুনধাম
এত বলি দুই ভাই করিল পয়ান।

পথে যাইতে দুই ভাই করে অনুমানে
এ কথা কহিব নাই পাপ দশাননে।
চক্ষুর নিমেষে তারা সমুদ্র পার হৈয়া
দাণ্ডাইল রাবনকাছে যোড়হাত হৈয়া।
একে২ দেখিলাম এ তিন ভুবনে
তোমার কি শত্রু আছে ইহা জান মনে।
মুকুট খসিল রাজা পাইলা অপমান
সকল তীর্থের জলে তুমি কর স্নান।
সুবর্ন করহ দান ব্রাহ্মনের তরে
অমঙ্গল ঘুচিবেক আপদ যাবে দূরে।
দশ মুখ মেলিয়া রাবন রাজা হাসে
কেতকী কুসুম যেন ফুটে ভাদ্র মাসে॥
না বুঝিয়া কথা কহ ভাই বিভীষন
আমার নাকি শত্রু আছে হেন লয় মন।
রাবনের কথা শুনি বলে বিভীষনে
এই কথা স্মরন করিবে পরিনামে।
সমুদ্র বলিয়া রাবন লাগিল ডাকিতে
আসিয়া সমুদ্র দাঁড়াইল যোড়হাতে॥

রাবন বলে পৃথিবীতে যত তীর্থ আছে
সকল তীর্থের জল আন মোর কাছে।
বোলমাত্র বলিতে বিলম্ব হৈয়া গেল
সকল তীর্থের জল সমুখে যোগাইল।
তীর্থের জলেতে রাবন করিলেক স্নান
ব্রাহ্মনের তরে রাজা সুবর্ন করে দান।
যতেক কাঞ্চন দিল নাহি লেখা কত
গো দান শিলা দান করে শত শত।
দানপুন্য করিয়া বসিল দশানন
রাবন বলে অমর হৈনু নাহিক মরন।
কীর্ত্তিবাস পণ্ডিতের কবিত্ব বিচক্ষন
রামের পীরিতে হরি বল সর্ব্বজন।

নররূপে জন্ম নিল প্রভু নারায়ন
বানররূপেতে জন্ম নিল দেবগন।
ব্রহ্মা বলেন শুন যত দেবগন
যে যথা বানরী পাও কর আলিঙ্গন।

ইন্দ্র সূর্য্য কেলি করে একাকী বানরী।
দুই পুত্র হৈল তাহে বলে মহাবলী।
ইন্দ্রের তেজেতে হৈল বালী যে বানর
সুগ্রীব বীর হইল যে সূর্য্যের কোঙর।
কিস্কিন্ধ্যার ফল মূল খাইতে রসাল
ফল মূল খাইয়া দোঁহে বিক্রমে বিশাল।
তেজে হৈতে তেজ বাড়ে সম্পদে সম্পদ
ব্রহ্মা রাজার পুত্র হৈল কুমার অঙ্গদ।
ব্রহ্মার তেজেতে হৈল মন্ত্রী জাম্বুবান
পবনের তেজে হৈল বীর হনুমান।
হেমকূট বানর হৈল বরুণনন্দন
যমের পঞ্চ বেটা হৈল যমদরশন।
শিবের তেজেতে হৈল কেশরী বানর
দিনে দিনে বাড়ে যেন শাল তরুবর।
অগ্নির তেজেতে হৈল নীল সেনাপতি
কুবেরের তেজে হৈল বানর গন্ধমাদন

সুসেন জন্মিল ধন্বন্তরি দেবের তেজে
অস্থিবিদ্যা বিশ্বশাস্ত্র দিল তার মাঝে।
মহেন্দ্র দেবেন্দ্র হইল সসেননন্দন
চন্দ্রের তেজে দধিমান হইল তখন।
একেং নাম কহিতে পুতি হয়েত বিস্তর
একেক দেবের তেজে একেক বানর।
কীর্ত্তিবাস পণ্ডিত যে সুখী সর্ব্ব দণ্ডে
বানরের জন্ম এবে গাইল আদ্য কাণ্ডে।—

একেক গণ্ডে যে হইল চারি দিন
পাঁচ দিনে পাঁচটি করিল পর দিন।
ছয় দিনে ষষ্ঠী পুজা নিশি জাগরনে
সাত গেল অষ্ট কলাই দিল শিশুগনে।
ডাক দিয়া আনে রাজা নগরের চাওয়াল
আঁচল পুরিয়া সোনা সভাকারে দিল ।
ত্রয়োদশ দিবসে রাজার হৈল আশৌচান্ত
কতেক করিল দান তার নাহি অন্ত।

ছয় মাসের হইল যখন ভাই চারি জন
পুত্রের করিবে রাজা অন্ন প্রাশন।
আমন্ত্রন করিল রাজা যত ক্ষত্রিগনে
জ্ঞাতি বন্ধু রাজাগন আনিল সবর্ব জনে।
সুর্য্যবংশের ক্রিয়া বশিষ্ঠ সব জানে
চারি পুত্রের মুখে অন্ন দিল শুভ ক্ষনে।
দশরথ চারি পুত্র লইয়া নিজ কোলে
মিষ্ঠান্ন জল দিল বদন কমলে।
কর্পুর তাম্বুল দিয়া করাল শয়ন
যৌতুক করিয়া দিল কত রত্ন ধন।
সকল লোকে আনিয়া পুত্রেরে দিল দান
শুভ ক্ষনে চারি পুত্রের থুইল যে নাম।
বিচার করিল চারি বেদ আর পুরান
যেই মন্ত্র হৈতে লোক পাবে পরিত্রান।
যেই মন্ত্রে বাল্মীকি মুনি পাইল পরিত্রান
কৌশল্যার পুত্রের শ্রীরাম থুইল নাম।
কেকয়ের মম কথা নাহিক ভারথে
মনের সহিত নাম থুইল ভরতে।

সুমিত্রার হইয়াছে যমক নন্দন
জ্যেষ্ঠ লক্ষ্মণ থুইল ক নিষ্ঠ শত্রুঘ্ন।
চারি পুত্রের দশরথ শুনিলেন নাম
ব্রাহ্মনের তরে রাজা কত দিল দান।
রজত কাঞ্চন দিল নাম লব কত
গো দান শিলা দান দিল শত শত।
নানা দান দিয়ে করে বশিষ্ঠের পূজা
দুগ্ধবতী গাবী দিল সহশ্র ঘটশুবা।
আশীর্ব্বাদ করি ঘরে গেল মুনিগন
আদি কাণ্ড গাইল প্রভুর নাম করন।

ছয় মাসের হৈল রাম যান হামাকুড়ি
হাসিয়ে মায়ের কোলে যান গড়াগড়ি।
ক্ষনেক মায়ের কোলে ক্ষনেক বাপের কোলে
বদনে না আইসে কথা আধ২ বলে।
চাঁদের বদনে রামের অমিয়ে বোল ফুটে
মন্দ২ হাসিতে ঈষত দন্ত উঠে।

এক বৎসরের হৈল ভাই চারি গুটি
পীত ধড়া পরান গলায় স্বর্নকাঁঠি।
কাঁঠির মধ্যেতে দিল সোনার কিঙ্কিনী
রত্নের নূপুর পায় রুনুঝুনু শুনি।
খেলা করেন রাম বালকের সনে
অন্যো২ পীরিতি হইল চারি জনে।
রাম চলিতে পথে চলেন লক্ষ্মন
ভরথ চলিতে পাছু চলেন শত্রুঘ্ন।
যার যে চক্রর অংশ জানিল তখন
রাম লক্ষ্মন হৈল ভরত শত্রুঘ্ন।
দেওয়ানে যান রাজা রাম লৈয়া কোলে
এক দিন রামচন্দ্র না দেখিলে মরে।
ব্রহ্মা আদি যার পদ না পায় ধেয়ানে
পুন২ চুম্ব দেন তাহার বদনে।
চন্দ্রের কলা যেন বাড়ে দিনে২
দেখিয়ে রামের রূপ মোহ ত্রিভুবনে।
এক বিষ্ণু চারি ভাই মায়ার কারন
রাম দেখি দশরথ ভাবে মনে মন।

সর্ব্বক্ষন দশরথ রামেরে নেহালে
অন্ধক মুন্নির শাপ মনে মনে বলে।
শাপ দিল মুনি মোরে গৌরব কারন
এই পুত্র না দেখিলে আমার মরণ।
নয় হাজার বৎসর রাজ্য করিল কুতুহলে
রাম হেন পুত্র পাইলাম তপস্যার ফলে।
পুত্রমুখ দেখি সদা জীবন সফল
দশরথের ঘরে রাম প্রথম প্রবল।
এই সব দশরথ করি অভিলাষ
আদি কাণ্ড গাইল পণ্ডিত কীর্ত্তি বাস।

পঞ্চ বৎসরের হৈল হাতে দিল খড়ি
পড়িতে পাঠাইয়া দিল বশিষ্ঠের বাড়ি।
ক খ আঠার ফলা পড়িল সকল
অষ্ঠ শব্দ সমস্ত রাম পড়িল অমর।
ব্যাকরন কাব্য পড়িলেন প্রভু রাম
অবশেষে পড়িলেন ভারত পুরান।

কোন শাস্ত্র আছে প্রভুর অগোচরে
চৌদ্দ দিনেতে রাম চৌষট্টি বিদ্যা পড়ে।
বিদ্যা পড়িয়া গুরুকে করিয়া প্রণাম
অস্ত্র বিদ্যা সেইক্ষনে শিখিলেন শ্রীরাম।
প্রভাত কালে চারি ভাই যান মালঘরে
মল্লবিদ্যা সকল শিখিল গদাবিরে।
গুলি দাঁড়াইল রাম নাঠরি খেলান
রামের বিক্রমে সব মালের পরান।
রামসঙ্গে কোন মাল নাহি বীরে ভাল
সুমেরু পর্ব্বতে যান করিতে সাতাল।
সূর্য্যবংশের ধনুক বালক ভাল জানে
ফুলধনুক হাতে রাম বেড়ান বনে বনে।
ধনুক হাতে করি রাম যারে এড়ে বান
ত্রিভুবনে কাহার নাহিক পরিত্রান।
দশরথের বিপক্ষ যত ছিল দেশে২
রামের বিক্রম দেখি পলাইল ত্রাসে।
যতনে খেলেন রাম ফুলধনু হাতে
এক দিন বনে গেল লক্ষ্মণ সহিতে।

মৃগ চাহি দুই জন বেড়ান বনে বন
হেন কালে মারীচ সঙ্গে হৈল দরশন।
কোন খানে থাকে মারীচ নিশাচর
মৃগরূপ হৈয়া গেল রামের গোচর।
মৃগ দেখিয়া রাম কৌতুক হৈল মন
ধনুকে গুন দিয়া বান যুড়িল তখন।
জুটিল রামের বান নক্ষত্র হেন খসে
আপন মুর্ত্তি হৈয়া মারীচ পলায় তরাসে।
রামের বানের শব্দে জাড়িল সেই বন
জনকের দেশে গেল মিথিলা ভুবন।
রামের বিক্রম দেখি দেবগন হাসে
এত দিনে রাবন রাজা মরিবে সবংশে।
সুর্য্য অস্ত গেল তথা বেলা অবসান
রনশূন্য হইল লক্ষ্মন দেখিল শ্রীরাম।
মলীন হইয়া গেল লক্ষ্মনের মুখ
দেখিয়া শ্রীরামের অন্তরে বাড়ে দুঃখ।
এক দিনের দঃখে ভাই হইলে এমন
কেমনে মারিবে বৈরি রাখিবে মুনিগন।

আমলকী ফল পাড়ি দেন তাঁর মুখে
ক্ষুধা তৃষ্ণা গেল খাইল মনসুখে।
হেন কালে দেখিলেন নিকটে সরোবর
নানা পক্ষী জলে আছে করে কোলাহল।
হেন যে সময়ে ব্রহ্মা ডাকে পুরন্দর
দশরথের ঘরে গেল আপনি গদাধর।
মনুষ্যরূপ হইয়া প্রভু আপনা নাহি জানে
রাবণ মারিতে জন্ম লভিল আপনে।
চৌদ্দ বৎসর রাম যাবেন বনবাসে
সেখানে যুদ্ধ করিবেন ফল মূল ভরশে।
অমৃত থুইয়া আইস মৃণালভিতরে
খাইয়া অমৃত রাম ক্ষুধাত পাসরে।
এতেক আদেশ পাইল দেব পুরন্দর
অমৃত থুইয়া গেল মৃণালভিতর।
হেন কালে লক্ষ্মণেরে বলেন শ্রীরাম
মৃণাল তুলিয়া আন করি জল পান।

লক্ষ্মন আনিয়া দিল শ্রীরামের হাতে
দুই ভাই অমৃত খান মৃনালসহিতে।
ক্ষুধা তৃষ্ণা দুরে গেল স্বচ্ছ হৈল মন
বৃক্ষপত্র পাতিয়া শুইল দুই জন।
গায়নশুঁয়ে নিদ্রা হইল সেই স্থলে
হেন বুঝি আছেন রাম শুয়ে বাপের কোলে।
কোলে বসিয়াছেন রাম দেখিয়া নিহারে
অস্তেব্যস্তে গেল রানী রাজার আগুসারে।
হেথা রাজা দুই পুত্র নাহি দেখি রাম
মনে সুখ নাহি রাজার হইল অজ্ঞান।
সভারে বিদায় দিয়া গেলেন আওয়াসে
দেখিবত রাম আমি কৌশল্যার পাশে।
দুই জনে পথেতে হইল দরশন
রাম না দেখিয়া রানী জিজ্ঞাসে তখন।
হাঁড়িতে দুগ্ধ আছে বাটায় সুখায় পান
এতক্ষন হৈল কেন ঘরে নাহি রাম।
দশরথ বলে রানী খেলি মোর মাতা
দেখিতে না পাই রাম তারা গেল কোথা।

হেন বুঝি আছেন রাম কেকয়ীর আওয়াসে
ধাইয়ে গিয়া দোঁহে কেকয়ীরে জিজ্ঞাসে।
আজি আমি দেখি নাই রামচন্দ্রের মুখ
প্রান নাহি রহে মোর বিদারয়ে বুক।
কেকয়ী বলে কি বলিলে আমি নাহি জানি
আজি হেথা নাহি দেখি রাম গুনমনি।
আজি বুঝি ভুলিয়া হায় গেল কোন খানে
হেন বুঝি লক্ষ্মন রাম গেল দুই জনে।
ভরত সহিতে হেথা আইলেন শত্রুঘ্ন
অযোধ্যা চাহিয়া বেড়ান ভাই দুই জন।
যেই২ ছাওয়াল খেলান রামের সনে
তাহারে জিজ্ঞাসে গিয়া রাম কোন খানে।
সকল লোক বলে রাজা শুন কৌশল্যা রানী
অযোধ্যায় নাই দেখি রাম গুনমনি।
কৌশল্যা সুমিত্রা আর কেকয়ী কামিনী
তম্বুর হারাইয়া যেন ফুকরে বাঘিনী।
হৃদে হানে দশরথ কপালে মারে হাত
কোথা গেলে পাব আমি রাম রঘুনাথ।

অন্ধক মুনির শাপ হইল এখন
রাম না দেখিয়া আমার না রহে জীবন।
পুত্রশোকে মরণ আমি সৃজিল বিধাতা
রাম নাহি দেখি যদি মরণ সর্ব্বথা।
দিবসে সকল মোর হৈল অন্ধকার
রাম লক্ষ্মণ অযোধ্যাতে না দেখিব আর।
এই মত কান্দে রাণী বেলা অবশেষে
হেন কালে রাম লক্ষ্মণ অযোধ্যা প্রবেশে।
বনপুষ্প ভূষিত রাম ধনুক বাণ হাতে
নাচিতে হাসিতে যান লক্ষ্মণের সাতে।
ভরত শত্রুঘ্ন কহে গিয়া কৌশল্যারে
হের দেখ আসিছে রাম নগর ভিতরে।
বনপুষ্পের মালা পরিয়াছেন মাতে
বাহির হইল রাণী রাজা শ্রীরাম লইতে।
ধাইয়ে দশরথ রাজা রাম করে বুকে
এক লক্ষ চুম্ব দিল রামচন্দ্রের মুখে।
অন্ধ মুনির শাপ মনে করে দুঃখ
তখনি মরি যদি নাহি দেখি চন্দ্রমুখ।

(?)াইয়া কৌশল্যা রানী রাম কৈল কোলে
(?)ক লক্ষ চুম্ব দিল বদন কমলে।
অন্ধকের চক্ষু তুমি দুই চক্ষুর তারা
(?)ক দণ্ড না দেখিলে জিয়ন্তে হই মরা।
ভরত শত্রুঘ্ন তখন দেখেন শ্রীরাম
দুই ভাই আসি রামে করিল প্রণাম।
মায়ের ঘরে রামচন্দ্র করিল ভোজন
শ্রীরামের বন বেহার কীর্ত্তিবাস গান।

সাত বৎসরের হৈল দশরথের ঘরে
লক্ষ্মী হোথা জন্মিয়াছেন জনকের ঘরে।
চাসের ভূমিতে কন্যা পাইল মহর্ষি
মিথিলা করেন আলো পরমরূপসী।
সীতার রূপের কথা কহিতে চমৎকার
বৈকুণ্ঠ ছাড়িয়া লক্ষ্মী হৈল অবতার।

কন্যার রূপ জনক রাজা দেখে দিনেং
ত্রৈলোক্যমোহক রূপ সংসারত জিনে।
মৃগীর নয়ন সীতার মুখ যে কমল
তিলফুল জিনি সীতার নাশিকা উজ্জ্বল।
সুললিত দুই বাহু দেখিতে সুন্দর
চন্দ্র জিনিয়া রূপ অতি মনোহর।
মুষ্টিতে ধরিতে পারি সীতার কাঁকালি
হিঙ্গুলে মণ্ডিত তার পায়ের অঙ্গুলী।
অরুণ নিন্দিয়া সীতা দেবীর পদতল
তাহাতে নূপুর বাজে শুনিতে রসাল।
রাজহংস জিনি অতি সীতার গমন
অমৃত জিনিয়া সীতার মধুর বচন।
সংসারের লোক আইল সীতা দেখিবারে
সীতার রূপ দেখে যে সে আপনা পাসরে
সীতা কারে বিভা দিব জনক ভাবে মনে
পুরোহিত আনিয়া যুক্তি করে অনুক্ষণে।
পুরোহিত আনি রাজা কহেত বিশেষে
সীতার অনুরূপ বর পাব কোন দেশে।

সীতা কারে বিভা দিব জনক ভাবে মনে
স্বর্গেতে চিন্তিত হৈল যত দেবগনে।
ব্রহ্মা বলেন শুন দেব পুরন্দর
প্রভুর বয়স মাত্র সাত বৎসর।
দিনেং সীতা দেবীর রূপ হয় আন
পাছে অন্য বরে জনক সীতা করে দান।
এই যুক্তি দেবতা সব করিল তখন
কৈলাশ পর্ব্বতে গেল যথায় ত্রিলোচন।
ব্রহ্মা বলেন শুন দেব শূলপানি
জনকের ঘরে সীতা রক্ষা কর তুমি।
তোমার সেবক আজ্ঞা লঙ্ঘিতে না পারে
রাম বিনা কেহ বিভা করিতে না পারে।
এতেক বলিয়া ব্রহ্মা করিল পয়ান
ডাক দিয়া আনেন শিব বীর ভৃগুরাম।
আমার ধনুক লৈয়া করহ পয়ান
জনকের বাড়িতে রাখ মোর ধনুকখান।
ধনুক ভাঙ্গিয়া যে বা জন দিতে পারে
প্রতিজ্ঞা করিয়া সীতা দান দেহ তারে।

এ তিন ভুবনে ইহা তোলে কোন জন
সভেমাত্র তুলিবেন প্রভু নারায়ন।
পাইয়া শিবের আজ্ঞা বীর ভৃগুরাম
সেই ধনুক হাতে লৈয়া করিল পয়ান।
মাতায় জটার ভার পৃষ্ঠে দুই তুন
কুঠারি ধনুক হাতে রক্তলোচন।
ব্রহ্মারে দেখিয়া যেন ওঠে দেবগন
ভৃগুরে দেখিয়া ওঠে যত ঋষিগন।
প্রনাম করিয়া তারে দিলেন আসন
পাদ্য অর্ঘ্য দিয়া তারে করেন পূজন।
ভৃগুরামে দেখি সব মুনির তরাস
আদি কাণ্ড রচিল পণ্ডিত কীর্ত্তিবাস।

জিজ্ঞাসিতে লাগিলেন জনক তপোধন
কোন কার্য্যে মহাশয় তোমার গমন।
ভৃগু বলে কন্যা তোমার লোকমুখে শুনি
সেই কন্যা দান কর বিভা করি আমি।

জনক বলে হৈল মোর ভাগ্য এত দিনে
কন্যা বিভা করিবে মোর তুমি মহাজনে।
শিশু কন্যা আছে যে এখন মোর ঘরে
কন্যাকাল হৈলে বিভা করাব তোমারে।
ভৃগু বলে তপস্যায় করিব গমন
আমা বিনা বিভা যেন না করে কোন জন।
এতেক বলিয়া যদি ভৃগুরাম যান
ভৃগুর চরন ধরি জনক সুধান।
তোমার দেখা আরবার পাব কত কালে
তুমি না আইলে বিভা দিব কার তরে।
ভৃগু বলে থুইয়া যাই হাতের ধনুক
ধনুক ভাঙ্গিবে মোর নাহি হবে দুঃখ।
ধনুক তুলিয়া যে বা গুন দিতে পারে
মোর দায় নাই সীতা বিভা দিবা তারে।
এত বলি ধনুক থুইল সেই স্থলে
পড়িয়া রহিল ধনুক জনকের দ্বারে।
হরের ধনুক সেই অপূর্ব্ব নির্মান
দোত্তর যোজন ওভে ধনুকপ্রমান।

দশ যোজন ধনুকখান আছে পরিসর
প্রতিজ্ঞা করেন জনক সভার ভিতর।
এই ধনুছে যে বা গুন দিতে পারে
সীতা নাম্যা কন্যা আম্যার সেই বিভা করে।
যতন করিয়া কৈল ধনুকের ঘর
আশি যোজন ঘর দীর্ঘেতে দীর্ঘল।
একাদশ যোজন দ্বার আছে পরিসর
ধনুক পড়িয়া রহে তথির ভিতর।
ধনুকের কথা সেই গেল দেশেং
আদি কাণ্ড রচিল পণ্ডিত কীর্ত্তিবাসে।

ধনুকের কথা যদি গেল দেশেং
সীতা বিভা করিতে অনেক রাজা আইসে।
পৃথিবীতে আছে যত রাজা মহাবল
বিভা করিতে আইসে জনকের ঘর।
আসিয়া সকল রাজা অহঙ্কার করে
সভাকে পাঠাইয়া দেন ধনুকের ঘরে।

জনক বলে যে বা জন ভাঙ্গিবে ধনুক
তারে কন্যা দান দিব পরম কৌতুক।
ধনুক তুলিতে যত রাজপুত্র যায়
দেখিতে মিথিলার লোক পশ্চাৎ গোড়ায়।
ঘরের দ্বারেতে গিয়া ওকি দিয়া চায়
তুলিবার কার্য্য থাকুক দেখিয়া পলায়।
কত রাজপুত্র যায় উদ্যত হইয়া
ধনুক তুলিতে যায় কাপড় কাছটিয়া।
প্রাণশকতি গিয়া টানাটানি করে
তুলিবার কার্য্য থাকুক নাড়িতে না পারে।
সুমেরু পর্ব্বত যেন ধনুকখান ভারি
আজুক গুনের কাথ নাড়িতে না পারি।
লজ্জা পাইয়া রাজা সব পলাইয়া যায়
হাত তালি দিয়া সব বালক গোড়ায়।
পলাইয়া যায় সব আপনার দেশে
বিভা করিতে পথে আর রাজা আইসে।
পথের মধ্যেতে দেখা হইল তাহার সনে
ধনুকের পরাক্রম তার মুখে শুনে।

দেখিবার কায থাকুক শুনিয়া ডরায়
শুনিয়া২ পথে অমনি পলায়।
একে২ কহিতে নাম পুথি হয় বিস্তর
তিন কোটি রাজা গেল মিথিলা নগর।
ধনুক তুলিতে নারিল কোন জন
লঙ্কায় থাকিয়া শুনে লঙ্কার রাবন।
প্রহস্ত অকম্পন মারীচ মহোদর
চারি পুত্র লইয়া রথে চড়ে লঙ্কেশ্বর।
সমুদ্র পার হৈয়া আইল মিথিলা ভুবন
জনক শুনিল দশাননের গমন।
জনক বলেন শুন ওহে পাত্র মিত্রগন
রাবন আইল আজি হইবে কেমন।
ইচ্ছা সুখে বিভা যদি না দিব রাবনে
কাড়িয়া লইলে সীতা রাখে কোন জনে।
চলিল জনক যদি রাবন আনিতে
দেখিয়া রাবন রাজা লাগিল হাসিতে।
প্রহস্ত রাবন রাজায় বলে ডাক দিয়ে
এই দেখ লৈতে আইল অনুযে বর্জিয়ে।

জনক দেখিয়া রাবন ভূমিতলে গুলি
বাহু পসারিয়া দোঁহে করে কোলাকুলি।
বাড়িতে বসাইল লৈয়া দিব্য সিংহাসনে
কর্পুর তাম্বুল দিল মাল্য চন্দনে।
জনক বলে হৈল মোর ভাগ্য জীবন
কোন কার্য্যে মহাশয় তোমার গমন।
রাবন বলে কন্যা তোমার লোকমুখে শুনি
সেই কন্যা দান কর বিভা করি আমি।
জনক বলে ভাগ্য মোর হৈল এত দিনে
তোমা বিনা পাত্র আর আছে কোন জনে।
কোথা হৈতে ধনুকখান রাখিল ভৃগুরাম
হেন বীর নাহি যে ধনুকে দেয় টান।
তুলিয়া ধনুকখান ভাঙ্গ গিয়া তুমি
ধনুকের ঘরে সীতা বিভা দিব আমি।
শুনিয়াত দশমুখে হাসিল রাবন
আমার সাক্ষাতে বল ধনুক বিক্রম।

কৈলাশ তুলিয়াছি আমি পর্ব্বত মন্দার
তাহাকে জিনিয়ে কি ধনুকে হবে ভার।
আগে সীতা আনিয়ে আমারে কর দান
যাবার কালে ভাঙ্গিয়া যাইব ধনুকখান।
জনক বলে আগে কর প্রতিজ্ঞা পূরন
ধনুক ভাঙ্গি আগে দেখুক সর্ব্ব জন।
প্রহস্ত বলেন শুন রাজা দশানন
যার যে প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ না কর কখন।
ধনুক ভাঙ্গিলে সীতা যদি নাহি দিবে
ইচ্ছা সুখে নাহি দেয় বলে কাড়ি লবে।
রাবন বলে মামা তোমার কথা রাখি
ধনুক ভাঙ্গিলে বিভা দিবে তুমি হও সাক্ষী।
অহঙ্কার করিয়া চলিল লঙ্কেশ্বর
দেখাতে চলিল জনক ধনুকের ঘর।
শুনিয়া ধাইল সব মিথিলা নগর
সভে বলে সীতা দেবীর আজি হৈল বর।
যুবা বৃদ্ধ বালক এক নাহি রহে ঘরে
কৌতুক দেখিতে গেল ধনুকের ঘরে।

আশি যোজন ঘর দেখিতে দীর্ঘল
একাদশ যোজন ঘর আছে পরিসর।
ধনুক পড়িয়া আছে তাহার ভিতরে
আসিয়ে রাবন রাজা দাণ্ডাইল দ্বারে।
দ্বারেতে দাঁড়ায়ে রাবন উকি দিয়া চায়
দেখিয়ে রাবন রাজা অন্তরে ডরায়।
মনে২ রাবন রাজা করে ভারিভুরি
যে দেখি ধনুকখান পারি বা না পারি।
অন্তরে ডরাইল রাবন মুখেতে তর্জ্জন
ধনুক তুলিতে যায় রাজা দশানন।
আঁটিয়া কাপড় বীর বান্ধিল কাঁকালে
কুড়ি হাতে রাবন গিয়া ধনুকখান ধরে।
আকড়ি করিয়া রাজা ধনুকখান টানে
তুলিতে না পারে রাবন চায় চারি পানে।
হাত নাকে দিয়া রাবন চারি পানে চায়
কি হইবে মামা ধনুক তোলা নাহি যায়।
প্রহস্ত বলেন ভাগিনা রাজা লঙ্কেশ্বর
লজ্জা করিলে গিয়া মিথিলা নগর।

চিন্তা না করিও তুমি না করিহ ভয়
গায়ে বল করি দেখ বীর আরবার ।
আরবার ধনুক রাজা টানাটানি পাড়ে
প্রাণশকতি টানে নাড়িতে না পারে ।
রাবন বলে মামা আর টানিতে না পারি
প্রান যায় মামা তবু তুলিবারে নারি ।
কৈলাশ তুলিনু মামা পর্ব্বত মন্দার
তাহাকে জিনিয়া মামা ধনুকের ভার ।
এই যুক্তি মামা আমি তোমার ঠাঁই মাগি
সভাই তুলিয়া আইস ধনুকখান ভাঙ্গি ।
প্রহস্ত বলেন বাপু শুন দশানন
তবেত সীতার বর হবে কোন জন ।
পার বা না পার বাপু এই বার টান
নহেত পলায়ে চল লইয়ে পরান ।
রাবন বলে শুন মামা মোর বানী
তুলিতে না পারি শীঘ্র রথ যোগাও তুমি ।
ঈষত হাসিয়ে প্রহস্ত বীর বলে
রথ লয়ে আমি এই রহিলাম দ্বারে ।

আরবার রাবন রাজা ধনুকখান টানে
তুলিতে না পারে চায় পুষ্পকের পানে।
কাঁকালে হাত দিয়া তখন আকাশ নিরীক্ষে
রাবন বলে পাছে আসি ইন্দ্র বেটা দেখে।
বুঝিয়ে পুষ্পক রথ দিল যোগাইয়া
লাফ দিয়া রথে উঠে ধনুক এড়িয়া।
পলাইয়া চলিল লঙ্কার অধিকারী
সকল ছাওয়াল বীর দেয়ত টিটকারী।
লজ্জায় পলাইয়া গেল লঙ্কার রাবন
আকাশে থাকিয়া দেখে যত দেবগন।
নারায়নের লক্ষ্মী লইবে কোন জন
সবে মাত্র ধনুক তুলিবে নারায়ন।
কীর্ত্তিবাস পণ্ডিতের কি কহিব শিক্ষা
আদ্য কাণ্ড গাইল সীতার হৈল রক্ষা।

এক দিন দশরথ পুনা তিথি পাইয়া
গঙ্গাস্নানে চলে রাজা চারি পুত্র লইয়া।

অমাবস্যায় হবে সুর্য্যের গ্রহন
রামের কল্যানে দান করিব সুবর্ন।
হস্তী ঘোড়া রাজার চলে শতেশতে
চারি পুত্র লইয়া রাজা চাপে গিয়া রথে।
চলিল কটক সব নাহি দিশপাশ
কটকের শব্দেতে যে পুরিল আকাশ।
চলেছেন দশরথ চড়ি দিব্য রথে
নারদ মুনির সঙ্গে দেখা হৈল পথে।
মুনি বলে কোথা রাজা করেছ পয়ান
রাজা বলে আমি যে যাইব গঙ্গাস্নান।
নারদ বলে দশরথ তুমিত অজ্ঞান
রামমুখ তোমার জেন কোটি গঙ্গাস্নান।
পতিত পাবনী গঙ্গা পৃথিবীমণ্ডলে
সেই গঙ্গা জন্মিলেন রাম পদ তলে।
সেই দান সেই পুন্য সেই গঙ্গাস্নান
পুত্রভাবে দেখ তুমি প্রভু ভগবান।
এত যদি তখন রাজা মুনির মুখে শুনি
রাজা বলে চল ঘরে রাম গুণমনি।

বাপের বচন শুনি বলে রঘুনাথে
অনেক পাপও বাপা হয় বিমানপথে।
গঙ্গার মহিমা আমি কি বলিতে জানি
নারদের বাক্য বাপা না শুনিহ তুমি।
এত যদি বলিল ঠাকুর রঘুনাথ
আরবার চলিলেন রাজা দশরথ।
চলিছে রাজার সেনা আনন্দিত হইয়া
গুহক চণ্ডাল আছে পথ আগুলিয়া।
তিন কোটি চণ্ডালেতে গুহক আগুলি
দশরথের সঙ্গেতে বাজিল হুড়াহুড়ি।
গুহক চণ্ডাল বলে শুন দশরথ
আমার ভাঙ্গিয়া দেশ গঙ্গাস্নানের পথ।
বারেবারে যাহ তুমি এই পথ দিয়া
হস্তী ঘোড়াতে রাজ্য যাইত ভাঙ্গিয়া।
গঙ্গাস্নান করিতে তোমার থাকে মন
আর পথ দিয়ে রাজা করহ গমন।
যদি ইচ্ছা থাকে যাইতে এই পথে
দেখাহ তোমার আগে পুত্র রঘুনাথে।

এতেক বলিয়া তাকে গুহক চণ্ডাল
রথের ভিতর নিয়া রায়কে লুকাইল।
ধনুক বান হাতে নিল রাজা দশরথে
রথের দ্বারেতে রাজা লাগিল ভাবিতে।
চণ্ডাল মারিয়া যদি করে যাই যশ
নীচ জনে জিনিলে হইবে কিসের পৌরুষ।
যদি পরাজয় মানি চণ্ডালের বানে
অপযশ দুষিবেক এ তিন ভুবনে।
ভাবিয়া চিন্তিয়া রাজা করে অনুমান
চণ্ডালের সনে বড় বাজিল সংগ্রাম।
দুই জনে বানবৃষ্টি করে ঝাঁকেং
দুই জনার বানেতে দোঁহার প্রান কাঁপে।
এই মত বানবৃষ্টি হইল বিস্তর
দুই জনের যুদ্ধ হইল এক প্রহর।
দশরথ রাজা এড়ে পশুপত দন্ডি
হাতে গলায় গুহরে করিলেক বন্ধি।
গুহারে বান্ধিয়া রাজা তুলিলেক রথে
বন্ধনে পড়িয়া গুহা লাগিল ভাবিতে।

যাহার লাগিয়া আমি আগুলিনু পথে
নারায়নে না পাইনু আমি যে দেখিতে।
এতেক ভাবিয়া গুহা করে অনুমান
পায়েতে ধনুক টানে পায়ে এড়ে বান।
ভরত কহিল গিয়া রায়ের গোচরে
এমন অপূর্ব্ব শিক্ষা ন্যাহিক সংসারে।
পায়েতে ধনুক টানে পায়ে এড়ে বান
দেখিতে কৌতুক সেই শুনিয়া গেল রাম।
যেইমাত্র গুহক দেখিল রঘুনাথে
দণ্ডবৎ হইয়া গুহা থাকে যোড়হাতে।
রাম বলেন পায়ে ধনুক টানহ কেমন
গুহ বলে শুন তোমায় কহিব কারন।
পূর্ব্ব জন্মের কথা শুন নারায়ন
যে পাপে হইয়াছে মোর চণ্ডালজনম।
অপুত্রক যদা তোমার বাপ দশরথে
অন্ধ মুনির পুত্রে মারিলে বনেতে।
ব্রহ্মহত্যা করি আইল মোর তপোবনে
লোটায়ে ধরিল রাজা আমার চরনে।

বশিষ্ঠের পুত্র আমি বামদেব নাম।
তিনবার রাজারে বলানু রামনাম।
শুনিয়ে বশিষ্ঠের ক্রোধ হইল বিশাল
যাহ বামদেব পুত্র হওগা চণ্ডাল।
এক রামনামে কোটি ব্রহ্মহত্যা হরে
তিনবার রামনাম বলালি রাজারে।
লোটাইয়ে ধরিলাম বাপের চরণে
চণ্ডাল হইব মুক্ত কাহার দর্শনে।
মুনি বলে সেই রাম পাবে দরশন
তবেত হইবে মুক্ত চণ্ডাল জনম।
সেই তুমি জন্মিয়াছ দশরথের ঘরে
চরণ পরশ করি মুক্ত কর মোরে।
অনাথের নাথ তুমি ভক্তবৎসল
কেবল করুণাময় দয়ার সাগর।
চণ্ডাল বলিয়ে যদি ঘৃণা কর মন
তবে কেন ধর নাম পতিতপাবন।
এতেক বলিয়ে গুহ লাগিল কাঁদিতে
তাহার ক্রন্দনেতে কাঁদেন রঘুনাথে।

বাপের সাক্ষাতে দাণ্ডাইল রঘুমনি
তোমার ঠাঞি চণ্ডাল মাগিয়ে লই আমি।
রাজা বলে প্রান চাহ প্রান দিতে পারি
চণ্ডাল তোমাকে দিলাম ঠাকুর শ্রীহরি।
পাইয়া বাপের আজ্ঞা রাম নারায়ন
আপনি খসাইল রাম গুহার বন্ধন।
রাম বলেন অগ্নি জ্বাল প্রানের লক্ষ্মনে
মৈত্র করিব আমি চণ্ডালের সনে।
কাষ্ঠ ঘরিষনে লক্ষ্মন জ্বালিল অগিনি
মৈত্র বলি কোলেতে করিল রঘুমনি।
যেই তুমি সেই আমি বলে রঘুনাথে
গুহ বলে নিজ নাম নারিব ঘুচাতে।
ভুবনের মধ্যে রামের হইল ঠাকুরালি
প্রথমে করিল রাম চণ্ডালে মিতালি।
বিদায় করিয়ে রামে গুহ গেল ঘরে
পুত্র লয়ে দশরথ গেল গঙ্গাতীরে।
অমাবস্যা তিথিতে হৈল সূর্য্যগ্রহন
স্নান করি রাজা দান করিল সুবর্ন।

গোদান শিলাদান কৈল শতশত
রজত কাঞ্চন তার নাম লব কত।
দান ধর্ম্ম করিতে বেলা হৈল অবশেষ
সন্ধ্যাকালে গেল রাজা ভদ্বাজের দেশ।
বশিয়ে আছেন মুনি আপনার ঘরে
চারি পুত্র লৈয়া রাজা মুনিরে নমস্কারে।
যোড়হাতে বলে মুনি রাজার গোচর
রাম লক্ষ্মন চারি পুত্র দেখ মুনিবর
আশিস করহ পুত্রে বলিল বচন
বড় ভাগ্য দেখিল আজি তোমার চরন।
দেখিয়ে রামের রূপ ভরদ্বাজ মুনি
বৈকুণ্ঠ হইতে বিষ্ণু আইলা আপনি।
মুনি বলে রাজা তোমার সফল জনম
পুত্রভাবে দেখ রাজা দেব নারায়ন।
হেন কালে ভরদ্বাজ দেখে চমৎকার
দূর্ব্বাদলশ্যাম তনু পরম আকার।
রামরূপ দেখি মনেতে বিস্ময় করি
শঙ্খ চক্র গদা পদ্ম চতুর্ভুজ ধারী।

বৃহ্মা আদি করিয়ে যতেক দেবগান
রামের শরীরে দেখে এ তিন ভুবন।
মিষ্টান্ন জলে সভার করাইল ভোজন
সুখেতে রহিল সভে মুনির তপোবন।
রাম লক্ষ্মন লৈয়া মুনি গেল অন্তঃপুরে
শয়ন করিল মুনি রাম লৈয়া কোলে।
যখন হইল রাত্রি দ্বিতীয় প্রহরে
ধনুক বান থুইল ইন্দ্র রামের শিয়রে।
স্বপ্ন কথা কহিলেন মুনিরাজের তরে
অক্ষয় ধনুক তুন দেহ শ্রীরামেরে।
এত বলি দেবরাজ করিল পয়ান
প্রভাতে শিয়রে রাম দেখে পাপ্তি বান।
বলিতে লাগিল ভরদ্বাজ তপোধন
তোমারে ধনুক বান দিল দেবগান।
স্বপ্নেতে ধনুক বান পায় যেই জন
সেই সে জানিহ প্রভু দেব নারায়ন।

মুনির চরণে রাম করিল প্রণাম
ধনুক লইয়া আইল বাপের বিদ্যমান।
শুনি দশরথ রাজা মনেতে হরিষ
চারি পুত্র লইয়া রাজা আইল নিজ দেশ।
মায়ের ঘরে গিয়া রাম করিল ভোজন
আদি কাণ্ড গাইল রামের গঙ্গাস্নান।

এই রূপে দশরথ চারি পুত্র লইয়া
রাজ্য করেন রাজা সাবধান হইয়া।
হেথা মিথিলায় যজ্ঞ করে মুনিগণ
যজ্ঞ পূর্ণ নাহি হয় রাক্ষসকারণ।
যজ্ঞ আরম্ভ যেই করে মুনিবর
রক্তবৃষ্টি করেত মারীচ নিশাচর।
যজ্ঞ হীন হইল যে মিথিলা ভুবন
যুক্তি করেন জনক লইয়া মুনিগণ।
বলিতে লাগিল তবে বিশ্বামিত্র মুনি
অযোধ্যায় রামচন্দ্র আনি গিয়া আমি।

দশরথের পুত্র রাম সর্ব্ব লোকে ঘোষে
পৃথিবীতে আইল বিষ্ণু মারিতে রাক্ষসে।
বলিতে লাগিল তবে জনক মহাশয়
তোমা হৈতে মোর যজ্ঞ তবে রক্ষা হয়।
সভাকার তরে মুনি করিল আশ্বাস
বিশ্বামিত্র মুনি আইল অযোধ্যার দেশ।
আসন করিয়া মুনি বসিল যে দ্বারে
দ্বারি যে কহিল গিয়া দশরথের তরে।
যেইমাত্র শুনে রাজা বিশ্বামিত্রের কথা
চিন্তিত হইল রাজা হেট কৈল মাতা।
বিশ্বামিত্র মুনি সেই বড়ই বিষম
প্রমাদ পড়িল আজি না যায় খণ্ডন।
সূর্য্যবংশেতে ছিল হরিশ্চন্দ্র রাজা
স্ত্রী পুত্র বেচিয়া তারে বড় দিল লজ্জা।
আসিয়া পড়িল রাজা মুনির চরণে
কোন কার্য্যে মহাশয় তোমার গমনে।
তোমার আগমনে মোর পবিত্র আশ্রম
আজ্ঞা কর কোন কার্য্য করিব এক্ষণ।

বিশ্বামিত্র বলে শুন রাজা দশরথ
লইয়ে যাইব তোমার পুত্র রঘুনাথ।
যজ্ঞ করিতে মুনি করিলেক আস
রাক্ষস আসিয়া যজ্ঞ করেত বিনাশ।
মুনির পরিত্রান হয় কহিনু তোমারে
শ্রীরাম লক্ষ্মন দেহ যজ্ঞ রাখিবারে।
যেইমাত্র বিশ্বামিত্র কহিল এই কথা
দশরথ বলে মুনি খেলে মোর মাতা।
পুত্রশোকে মৃত্যু মোর লিখন কপালে
কখন মরিব আমি রাম লৈয়া কোলে।
অন্ধকের শাপ মনে করে বুকং
কখন মরিব আমি দেখে চাঁদ মুখ।
প্রান চাহ যদি মুনি প্রান দিতে পারি
এক দণ্ড রামচন্দ্র না দেখিলে মরি।
যে দুঃখে রাম পাইয়াছি শুন তপোধিন
আদি কাণ্ড গাইল কীর্ত্তিবাস বিচক্ষন।

রাজা বলে রামচন্দ্র না দিব তোমারে
এক দণ্ড না দেখিলে বুক মোর বিদরে।
রাত্রিতে শয্যায় শুইয়া রামকে করিয়া হিয়া
ভ্রমে থুইতে নাহিক প্রতীত
সপ্নে যদি না দেখি রাম প্রাণ করে আনচান
চমকিয়া চাহি চারি ভিত।
যেমতে পাইয়াছি রাম কহিব তোমার স্থান
মৃগয়া করিতে গেলাম বনে
সিন্ধু নামে মুনিবরে সরোবরে জল ভরে
তারে মারি শব্দভেদী বাণে।
মৃত মুনি কোলে করি গেলাম অন্ধকের পুরী
দেখি মুনি বুদ্ধার সমান
পুত্র পুত্র ডাক ছাড়ে মরা পুত্র দিলাম তারে
পুত্রশোকে ছাড়িল পরান।
অপুত্রক আছিলাম মনের দুঃখেতে গেলাম
সিন্ধু মুনির বধিলাম জীবন

অন্ধ মুনি শাপ দিল   তেকারনে পুত্র পাইল
তেঁই সে দেখিলাম শ্রীরাম।
রাজা বলে মুনিরাজ   মোর পুরে কিবা কায
বল গোসাঞি আইলা কিকারন
যত ঋষি যজ্ঞ করি   রাক্ষস রাখিতে নারি
লৈয়া যাব শ্রীরাম লক্ষ্মন।
রাজার বচন শুনি   কুপিলেন মহামুনি
ঝাঁট দেহ তোমার কুমার॥
আপন চিন্তহ ভালে   রামকে দেহ সকলে
নহে বংশ নাশিব তোমার।

রাজা বলে শুন মুনি করি নিবেদন
ধনুর্ব্বান নাহি জানে কি করিবে রন।
পঞ্চ বৎসরের মোর পুত্র চারি গুটি
মাতার কুল নাহি দুচে আছে পঞ্চ ঝুঁটি।
হস্তী ঘোড়া কটকাদি পূর্ন যে সাজন
রাক্ষসের গিয়াত করহ নিবারন।

শুনিয়া কুপিল বিশ্বামিত্র তপোধন
কটকের যাইতে এত কোথা পাব ধন।
একা রাম গেলে হয় কার্য্যের সাধন
সূর্য্যবংশে ছিল হরিশ্চন্দ্র যে রাজন।
পৃথিবী সহিত মোরে দিয়াছিল দান
পৃথিবীতে কেহ নাহি তাহার সমান।
পৃথিবী লইয়া তবু মনে নাহি ক্ষমা
স্ত্রী পুত্র আপন বেচি দিলেন দক্ষিনা।
রাম নাহি দিবে যদি কর উপহাস
সূর্য্যবংশ আজি আমি করিব বিনাশ।
চিন্তিত হইয়া রাজা ভাবে মনেমন
রাম এড়ি ডাকিলেন ভরত শত্রুঘ্ন।
আনিয়া দিলেন দোঁহা মুনির সাক্ষাতে
রাজা বলে যাহ এই মুনির সংগীতে।
রাজা ভাণ্ডাইল তাহা মুনি নাহি জানে
মুনি বলে পাইনু এই শ্রীরাম লক্ষ্মনে।
আগে আগে মুনি যান পাছে দুই জন
শরযু গঙ্গার তীরে দিল দরশন।

মুনি বলেন শুন ওহে ভাই দুই জন
আমার দেশ যাইতে ওহে দুটি আছে গন।
এই পথে গেলে একদিনে যাই ঘরে
এই পথে গেলে যাই তৃতীয় প্রহরে।
তৃতীয় প্রহর পথের শুন কাহিনী
মধ্যে এক রাক্ষসী আছে তাড়কা নাম্নিনী।
তাড়িয়া ধরিয়া খায় যত মুনিগন
কোন পথে যাইতে তোমার লাগে মন।
বলিতে লাগিল ভরত শাস্ত্রের বিধানে
দুষ্ট ঘাটাইয়া পথে কোন প্রয়োজনে।
এ কথা শুনিয়া মুনি ভাবে মনেমন
রাক্ষস মারিতে লইয়া যাই ভাল জন।
এক রাক্ষসের নামেতে এতেক হৈল ভয়
কেমতে মারিবে তিন কোটি নিশাচর।
মুনিরে ভাণ্ডাইতে নারে মুনি সব জানে
রাম নহে দিয়াছে ভরত শত্রুঘনে।
আমার সহিতে বেটা করে উপহাস
অযোধ্যা সহিত আজি করিব বিনাশ।

কুপিয়া ফিরিল পুনঃ বিশ্বামিত্র ঋষি
চক্ষু হইতে অগ্নি বাহিরায় রাশিরাশি।
সেই অগ্নি লাগে গিয়া অযোধ্যা নগর
পুড়িয়া চলিল অগ্নি সব লোকের ঘর।
কাঁদিয়া চলিল প্রজা রামের গোচরে
বিশ্বামিত্র মুনি আসি সর্ব্বনাশ করে।
তোমারে লুকায়েরাজা দিল ভরতেরে
তেকারনে পোড়ায় মুনি অযোধ্যা নগরে।
প্রজার ক্রন্দনা শুনি রামের তরাস
ধাইয়ে আইল রাম বিশ্বমিত্রের পার্শ।
মুনির চরন ধরি বলে রঘুমনি
প্রজা লোকের রক্ষা তুমি করহ, আপনি।
যেই অপরাধ কৈলে সেইসে অপরাধী
একের অপরাধেতে অনেক কেন বধি।
মুনি হৈয়ে যেই জন রাগেদেয়মন
পুর্ব্বধর্ম্ম নষ্ট তার হয় ততক্ষন।
পুত্র পাঠাইতে পিতা হয়ত কাতর
যজ্ঞ রক্ষা করি গিয়ে মিথিলা নগর।

হাসিলেন মুনিরাজ রামের বচনে
অযোধ্যার পানে চান অমৃত নয়নে ।
সকল করিতে পারে তপের কারনে
যেমন অযোধ্যাপুরী হইল তেমনে ।
মুনির চরিত্র দেখি রামের তরাস
আদ্য কাণ্ড গাইল পণ্ডিত কীর্ত্তিবাস ।

যাঁতায় পঞ্চ মুঁটি রাম নারায়ন রূপ
মোহিত হইল মুনি দেখি রামরূপ
পূর্নিমার চন্দ্র যেন ওদয় আকাশে
মুনি বলে রামচন্দ্র চল মোর দেশে ।
জানিলেন মহারাজ রামের গমন
রাম লক্ষ্মন মুনিরে করিল সমর্পন ।
বলিতে লাগিল মুনি রাজার সাক্ষাতে
রামের লাগিয়া চিন্তা না করিহ চিত্তে ।
তুমি নাহি জানহ রামের যত গুন
রাক্ষস বধের হেতু জন্মিল ভগবান ।

রাম লক্ষ্মণ লইয়া আমি দেশে যাই
তিন দিন বই আমি দিব তোমার ঠাঁই।
এই কথা কহি মুনি রাজাকে বুঝান
মুনি বলে যাত্রা কর শ্রীরম লক্ষ্মণ।
রাম বলেন খানিক দাণ্ডাহ মুনি তুমি
মায়েরে বিদায় হৈয়া আসি গিয়া আমি।
মায়ে না কহিয়া যাব মিথিলা নগর
অন্ন পানি ছাড়িয়া কান্দিবেন নিরন্তর।
গুত্তরিলেন গিয়া রাম মায়ের মন্দিরে
প্রনাম করিয়া রাম বলেন মায়েরে।
আমারে লইতে আইল বিশ্বামিত্র মুনি
মিথিলায় মুনিযজ্ঞ রাখিতে যাই আমি।
শুভ ভাবে আমারে করহ আশীর্ব্বাদে
যুদ্ধে জয় করি যেন তোমার প্রসাদে।
প্রথম যুদ্ধেতে যাত্রা করিয়াছি আমি
আমার লাগিয়া শোক না করিহ তুমি।
এ কথা শুনিয়া কান্দেন কৌশল্যা যে রানী
ধারার শ্রাবন দুই চক্ষে পড়ে পানি।

তুলিয়াত শ্রীরামেরে লইল কোলেতে
মুখখানি মলীন হৈল চুম্ব দিতে দিতে।
পুবোধি হইল রানী রামের বচনে
নেত্রের জল নেত্রেতে করিল নিবারনে।
মায়ের পদধুলি রাম বন্দিলেন মাতে
যাত্রা করিলেন রাম ধনুক শর হাতে।
রাম লক্ষ্মন লৈয়া যায় বিশ্বামিত্র মুনি
ঘনং চান রাজা চক্ষে পড়ে পানি।
কথ দুর গিয়া রাম হৈল অদর্শন
ভুমিতে পড়িয়া রাজা করেন ক্রন্দন।
রাজাকে পুবোধি করে যত পাত্রগান
দেবেসে সকল জানে কপালের লিখন।
রাম দেখি মুনির আনন্দিত হৈল মন
রামচন্দ্রের বিভা হবে দৈবের ঘটন।
আগে মুনিবর যান পাছে দুই জন
বৃহ্মার পশ্চাতে যেন অশ্বিনীনন্দন।
কাঁদিতেং সব গেল নিজ বাসে
রাম লৈয়া বিশ্বামিত্র বনেতে পুবেশে।

আগে মুনি যান পিছে রাম গুনমনি
রৌদ্রে মলীন হইল রামের মুখখানি।
রাম দেখি বিশ্বামিত্র লাগিল ভাবিতে
দুঃখের সমুদ্র লইয়া জন্মিল রঘুনাথে।
চারি দণ্ডের দুঃখেতে এত হইল কাতর
কেমতে বেড়াবেন বনে চৌদ্দ বৎসর।
এতেক চিন্তিয়া সেই বিশ্বামিত্র মুনি
রামের তরে এক মন্ত্র দিক্ষা দিব আমি।
বিশ্বামিত্র বলে শুন রাম গুনমনি
শরযু নদীতে গিয়া স্নান কর তুমি।
যত রাজা তোমার এই সূর্য্যবংশে
এই স্থানে পুন্ন জাড়ি গেল স্বর্গবাসে।
এই পুন্য তীর্থে রাম স্নান কর তুমি
তোমারেত মন্ত্র দিক্ষা করাইব আমি।
শোক দুঃখ কখন না পাইবে অন্তরে
ক্ষুধা তৃষ্ণা না হইবে সহস্র বৎসরে।